১০ জানুয়ারি ১৯৭২: স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন

ঐ মহামানব আসে

রফিকুল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, যেদিন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক শিশু। সেদিন কে জানত যে এই শিশুই একদিন বড়ো হয়ে যুগ যুগ ধরে পরাধীন বাংলার মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৪১ সালে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন: "পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই"। প্রবন্ধটি তিনি শেষ করেছেন এই কবিতাটি দিয়ে:

ঐ মহামানব আসে,
দিকে, দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

... ...
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়'

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন জাতি ও ভাষা রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে স্কুল জীবন এবং কলকাতায় কলেজ জীবন শেষে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন, '৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় থেকেই তাঁর সুদীর্ঘ কারাজীবনের সূচনা। '৪৯ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার ও গ্রেফতার হন, যা চলেছিল ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি বারবার আন্দোলন, কারাবরণ, অনশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম ৫ বছরের মধ্যে ৪ বছর অতিবাহিত করেন। এরই মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থাতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলীম লীগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সরকার দুই মাসের বেশি টেকেনি। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যার নেপথ্য নায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, তখন তাঁকে দেখি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রূপে।